ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
১০ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০৪৪-২০০৬

জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের নিকট এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

মিস্ লুইস আর্বার
মানবাধিকার হাইকমিশনার
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল
ওএইচসিএইচআর-ইউএনওজি
৮-১৪ এভেনিউ ডি লা পাইক্স
১২১১ জেনেভা ১০
সুইজারল্যান্ড

ফ্যাক্স: +৪১ ২২ ৯১৭৯০১২

প্রিয় মিস্ আর্বার,

বাংলাদেশ: বাংলাদেশে লাগামহীন হত্যা, নির্যাতন ও দায়মুক্তি'র প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের মনযোগ দেওয়া উচিত

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) আজ আপনাকে লিখছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী যে ব্যাপক ও লাগামহীন মানবাধিকার লংঘন প্রতিদিনই দেশটিতে চলছে, সে বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের দপ্তরের মনযোগ আকর্ষন এবং আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করে।

গত সপ্তাহব্যাপী এএইচআরসি জাতিসংঘের নতুন মানবাধিকার কাউন্সিলের কাছে কয়েকটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছে কাউন্সিলে বাংলাদেশের সদস্যপদ সম্পর্কে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে। চিঠিগুলো ছিল জাতিসংঘের অধিকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সে দেশের জনগণের প্রতি গত দশক জুড়ে দেশটির কোন একটি প্রতিজ্ঞা পূরণেও কার্যত ব্যর্থতা প্রসঙ্গে, তার মধ্যে রয়েছে:

১. নির্বাহী বিভাগ থেকে নিম্ন আদালত ব্যবস্থাকে পৃথকীকরণে ব্যর্থতা, যার ফলে বাংলাদেশে পুলিশ, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর দ্বারা কোন প্রকার মানবাধিকার লংঘনের প্রতিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়েছে (এএইচআরসি-ওএল-৩৮-২০০৬);

২. 'নির্যাতন' কে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন প্রণয়নে ব্যর্থতা, জাতিসংঘের নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ বা দন্ড বিরোধী কনভেনশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে অংশীদার রাষ্ট্র হিসেবে এটা করতে যদিও তারা বাধ্য (এএইচআরসি-ওএল-৩৯-২০০৬);

৩. বিচার বহির্ভূত হত্যার নীতি পরিহারে ব্যর্থতা, সন্ত্রাসী-বিরোধী এবং অপরাধ দমনে "ক্রসফায়ার" এর নামে যা চলছে (এএইচআরসি-ওএল-৪০-২০০৬);

৪. অপ্রতিরোধ্য দুর্নীতি'র প্রতিকারে ব্যাপক ব্যর্থতা, যা দেশের সরকারী ও ব্যক্তিগত প্রতিটি পদক্ষেপই ধ্বংস করছে (এএইচআরসি-ওএল-৪১-২০০৬);

৫. একটি জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান চালু করতে ব্যর্থতা, জতিসংঘ অনুমোদিত প্যারিস নীতিমালার আলোকে গড়ে তোলার নামে বৈদেশিক তহবিল ও প্রশিক্ষণ গ্রহন সত্ত্বেও (এএইচআরসি-ওএল-৪২-২০০৬)।

এই ব্যর্থতার প্রভাবও অত্যধিক স্পষ্ট। এএইচআরসি শুধুমাত্র চলতি বছরেই বাংলাদেশে সংঘটিত ৩০টিরও বেশী হত্যা, নির্যাতন, প্রহার, নিবর্তনমূলক গ্রেপ্তার এবং দায়মুক্তির ঘটনা বিশদভাবে জেনেছে এবং আপনার দপ্তরে প্রেরণ করেছে। বস্তুত, যা আমরা আপনার নিকট পাঠিয়েছি তার চেয়ে কয়েকগুন বেশী ঘটনা বিস্তারিতভাবে আমরা জেনেছি এবং বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে পাওয়া গুরুতর লংঘনজনিত অবিরাম চলতে থাকা ঘটনার প্রতিবেদনগুলো এবং প্রচন্ডভাবে আইনের শাসন ভেঙে পড়ার অবস্থা আমরা আর সহ্য করতে পারছি না।

যেসব ঘটনাগুলো আপনার দপ্তরকে জানানো হয়েছে সেগুলো শুধুই ভিক্টিমদের ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিষয়ই নয়, বরং বিপুল সংখ্যক মানুষ সংশ্লিষ্ট, যেটা বিশ্ব মানবাধিকার আন্দোলনের জন্য বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা ২০ জন মানুষ নিহত, অন্ততঃ তিন জন নির্যাতিত এবং ১০ জন নারী ধর্ষিত এবং কয়েক শত মানুষ গুরুতরভাবে জখম হয় যখন চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২০০৬ সালের প্রথম দিকে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে মানুষের বিক্ষোভে পুলিশ আক্রমন করে। জনগণের তীব্র চাপের মুখে একটি নির্বাহী তদন্ত কমিশন গঠিত হওয়ার পরও নির্যাতনের সাথে জড়িতদের কারো বিরুদ্ধেই কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ফলশ্রুতিতে, সরকারের প্রতি ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানানোয়ও হিংস্ররূপে পুলিশ তাদের উপর পুনরায় আক্রমন করেছে। এএইচআরসি এ বিষয়ে আপনার দপ্তরকে বিস্তারিতভাবে তখনই অভিযোগ জানিয়েছে; যদিও আমরা সেখান থেকে আসন্ন কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনও অবহিত নই।

বস্তুত, বাংলাদেশে প্রতিদিন চলমান চরম মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে এএইচআরসি এবং অন্যান্য মানবাধিকার গ্রুপগুলো যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ ও তা ধারাবাহিকভাবে জানানোর পরও আপনার দপ্তর থেকে নিয়মিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রতিক্রিয়ার অভাব আমাদের কাছে উদ্বেগের বিষয়, এবং আমরা মনে করি অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনার সত্ত্বর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের দপ্তর থেকেও বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিতে নিশ্চিতভাবে কোন ধরণের পদক্ষেপ সম্পর্কেও আমরা অবগত নই। এসব কর্মকর্তাবৃন্দের সরেজমিনে সেখানে যাওয়ার কোন পরিকল্পনা ঝুলে আছে কি-না সে বিষয়েও আমরা অবহিত নই। এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের বিশ্বাস, বাংলাদেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষন এবং অন্যান্য চরম মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে আপনার দপ্তর থেকে জরুরী ভিত্তিতে বেশ শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে, যেখানে দেশটির সরকার বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতির পূনরাবৃত্তি করে আসছে এগুলো করার জন্যই, বা কখনই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জবাবদিহির মুখোমুখী না হওয়ায়। প্রকৃত পক্ষে, দেশটির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও চরম মিথ্যাচার, এবং তার কুফলগুলোর বিষয়ে কাজ করার জন্য আপনার আইগত ও নৈতিক উভয় প্রকার বাধ্যবাধকতাই রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের ভয়ংকর অবস্থার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরগুলোর দৃঢ় ও আপোষহীন অবস্থান গ্রহনের মাধ্যমে কিছুটা ফল পাওয়া যাবে।

একইভাবে, আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার দপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা এবং স্বাধীন বিশেষজ্ঞ যারা আপনার সাথে কাজ করছেন, তারা যেন আপনার আওতাভুক্ত অন্যান্য সংস্থা ও চুক্তি কমিটি [ট্রিটি বডি] এর নিকট দেশটি প্রদত্ত অঙ্গীকারগুলো সম্পর্কে যথাযথ দৃষ্টি রাখেন এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দন্ড (স্যাঙ্কশান) আরোপের উদ্দেশ্যে পর্যালোচনা করেন। আমরা আবারও অনুরোধ করছি যেন উক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ স্বচক্ষে দেখে পরিস্থিতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে সরেজমিনে বাংলাদেশ পরিদর্শন করেন। পরিশেষে, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, দেশটি যে ধরণের মনযোগ পাওয়ার যোগ্য সেভাবেই, [জাতিসংঘ থেকে] একজন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার) এর পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাবনার বিষয়টি আপনি বিবেচনা করবেন।

আমরা আপনার হস্তক্ষেপ এবং জাতিসংঘের অধিকার সংক্রান্ত অপরাপর সংস্থাগুলোর কাছ থেকে বৃহত্তর ব্যবস্থার প্রতিক্ষায় রইলাম।

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তর, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
২। নির্যাতন সংক্রান্ত প্রশ্ন বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৩। বিচার বহির্ভূত হত্যা, সংক্ষিপ্ত ও নিবর্তনমূলক দন্ড বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৪। নারীর প্রতি সহিংষতা বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৫। চেয়ারপার্সন, নিবর্তনমূলক আটককরণ বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৬। মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।